দৈনিক বাংলা

তারিখ 1-1 APR-1996
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

১৯৯৫ সালের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস

১৯৯৫ সালের বিজ্ঞান বিভাগের সিলেবাসে উল্লেখ আছে যে, যে সকল ছাত্রছাত্রী বিএসসি পাস পরীক্ষায় ১টি বিষয়ে অকৃতকার্য হবে তাদের রেফার্ড পরীক্ষার্থী হিসাবে পরীক্ষা দিতে হবে। রেফার্ড পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তাদের সার্টিফিকেটে কোন বিভাগের উল্লেখ থাকবে না। কিন্তু আমাদের দেশে বর্তমানে বিভিন্ন (সরকারী-বেসরকারী) প্রতিষ্ঠানের চাকরির বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ থাকে—কোন তৃতীয় বিভাগধারীর দরখাস্ত গ্রহণযোগ্য নয়। তাহলে তো এটা পরিষ্কার যে, যেখানে তৃতীয় বিভাগেরই কোন পাত্তা নেই সেখানে যাদের কোন বিভাগ নেই তাদের অবস্থা আরও খারাপ। তাই আমরা মনে করি এই রেফার্ডের বদলে যদি গ্রেস সিস্টেম করা হয় তাহলে ছাত্র/ছাত্রীরা বিশেষ উপকৃত হবে। কারণ অনেক মেধাবী ছাত্রের দুর্ভাগ্যক্রমে একটি পরীক্ষা খারাপ হতে পারে। তাকে যদি তার প্রাপ্ত নম্বর থেকে গ্রেস নম্বর কেটে (১ নম্বরের জন্য ৪ নম্বর) যা নম্বর থাকে তাতে সে যে বিভাগ পায় তাই দেওয়া হয়; সেটাই তার জন্য যথেষ্ট শাস্তি। এ বিষয়ে আমরা মাননীয় উপাচার্যের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এবং যাতে এই বৎসর (১৯৯৫ সালের) বিএসসি পরীক্ষার ফল রেফার্ডের পরিবর্তে গ্রেস সিস্টেমে প্রকাশ করে সে জন্য বিনীত আবেদন জানাচ্ছি। এতে অনেক মেধাবী ছাত্র জীবনের সঠিক পথ বেছে নেওয়ার সুযোগ পাবে।

মোঃ আবু তাহের
উপশহর যশোর
যশোর।